শ্রী প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর
প্রযোজনায়
কালী ফিল্মসের
পরিচালক
জ্যোতিষ মুখার্জ্জী
শ্রেষ্ঠাংশে
জহর গাঙ্গুলী
জয়নারায়ন মুখার্জ্জী
রানীবালা
নগেন্দ্রবালা
H. SENGUPTA
ENGRAVED BY IMPERIAL ART. COT.
আর,পি,এ RCA শব্দযন্ত্রে গৃহীত

1-12-34

কালী ফিল্মস্-এর

প্রেম-মধুর, ভক্তি-চন্দন-চর্চ্চিত নূতনতম কথক-চিত্র

তুলসীদাস

কথা ও কাহিনী...বিমলচন্দ্র ঘোষ

.....

আলোক-শিল্পী... সুরেশ দাস

সহকারী...বিভূতি লাহা

.....

শব্দ-যন্ত্রী...জগদীশ বসু

সহকারী...রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

.....

সুর-শিল্পী...হিমাংশু দত্ত

.....

নেপথ্য-সঙ্গীত...সুনীল বসু, নিতাই মতিলাল

.. ..

শিল্প নির্দ্দেশক...পরেশ বসু

.....

...পরিচালক...

জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

.....

... প্রযোজক ...

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

.....

তুলসীদাস

পরিচয়

তুলসীদাস	...	জহর গাঙ্গুলী	তুলসী-মাতা	.	নগেন্দ্রবালা
দুঃখী		জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	রত্না	...	রাণীবালা
বলদেও	...	সত্যধন ঘোষাল	মণিয়া	...	শান্তবালা
দীনবন্ধু	...	সতীশ চট্টোপাধ্যায়	লক্ষ্মীদেবী	...	দুর্গারাণী
নৃসিংহ দাস	...	শৈলেন চট্টোপাধ্যায়	প্রকৃতি	...	রাজলক্ষ্মী
চণ্ডাল	...	সলিল বসু	চণ্ডালিনী	...	শিশুবালা
পুরোহিত	...	বলাই চট্টোপাধ্যায়	দেবদাসী	...	রেণুবালা
দস্যুদ্বয়	...	বিশ্বনাথ দাস	আশা	...	সাবিত্রী
		হারাধন ধাড়া	মায়া	...	মুকুল

বিষয় সূচী

১। সোনার বাঙলা ২। তুলসীদাস

= সোনার বাঙলা =

আমার সোনার বাঙলা কাঙাল কিসে বল?
সেথায় মরাই মরাই ধানের মাঠে ভিটে
উঠানেতে পদ্ম ফুটে
মাঠে গোঠে ধেনু ছোটে, দুধে সুধা পরিমল॥
কোথায় সাজিয়ে মাকে দশভুজা,
এরা ভক্তিভরে দেয় গো পূজা,
কোথায় বাজিয়ে বাজা বাগ্‌দেবীর পায়
দেয় গো শতদল।
কোথায় তাঁতি কামার কুমার যত
আপন কাজে সদাই রত;
কোথায় চাষীরাও আপন মনে ক'সে
চালায় লাঙল॥
ও ভাই সামান্য জন নয়কো এরা
এরাই ছিল জগৎ সেরা,
এখন যতন বিনে দিনে দিনে
ঝরে কেবল অশ্রু-জল!

গায়ক—**শ্রীরেন দাস**

তুলসীদাস

[গল্পাংশ]

তুলসীদাস—সুকবি, সুদর্শন, অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ-কুমার। রাজপুরে তাঁর বাড়ী। বৃদ্ধা মাতা, অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রী রত্নাবলী, আর কনিষ্ঠতুল্য প্রিয়-বন্ধু দুঃখী ছাড়া, সংসারে তাঁর আপনার বলতে কেউ ছিল না। অভাবে, বিপদে তুলসীদাস বুকদিয়ে দুঃখীকে ঘিরে রেখেছিলেন। প্রতিবাসীরা তাঁদের এই সদ্ভাবটুকু মোটেই পছন্দ করত না, তাই তাঁহারা তুলসীদাস আর দুঃখীর অযথা নিন্দা করত কিন্তু শক্তিমান দুঃখী দৈহিক শক্তিতে তাঁদের মুখ বন্ধ করতে চাইতেন।

কবি তুলসীদাস কিন্তু এই সব নিন্দা স্তুতির বহু উর্দ্ধে ছিলেন। রত্নাবলীর রূপমাধুরী তাঁকে জগৎসংসার ভুলিয়ে দিত; এমন কি অনেক সময় তিনি ইষ্টদেবতা শ্রীরাম সীতার পূজা ভুলে স্ত্রীর অনুপম মুখকমলের দিকে লুব্ধ ভ্রমরের মত চেয়ে থাকতেন। পাড়ার মেয়ে মজলিশে তাঁর কিন্তু স্ত্রৈণ নাম রটে গেল। সৌন্দর্য্যপূজারী তুলসীদাসের কথা নিয়ে মেয়েরা ঘাটে-পথে হাসি টিট্‌কিরি করতেও ছাড়ত না, এমন কি তাঁর বৃদ্ধ মাতাকেও অনেক সময় অনেক অপ্রিয় কথা শুনতে হ'তো।

স্নেহময়ী মাতা কিন্তু আবাল্য-উদাসীন পুত্রের এই সংসার আসক্তিতে পরম নিশ্চিন্তেই কাল যাপন করছিলেন। রত্নাবলীর পিতা বলদেও, একদিন সকালে এসে জানালেন—তাঁর অগ্রজ দীনবন্ধুর অন্তিম অবস্থা। রত্নাবলীর সঙ্গে তিনি একবার শেষ দেখা করতে চান।

রত্নাবলীর আকুল ক্রন্দনে বিচলিতা তুলসীদাসের মাতা, পুত্রের অসন্তোষের আশঙ্কা করেও বাধ্য হয়ে পুত্রবধূকে তাঁর পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

কার্য্যান্তর হ'তে ফিরে এসে মায়ের মুখে সব শুনে, তুলসীদাস রত্নাবলীর জন্য কেমন আপন হারা হয়ে পড়লেন! ইষ্ট-দেবতা শ্রীরামচন্দ্রজীর পূজাতেও মন দিতে পারলেন না। সর্ব্বকাজে, একমাত্র প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠতে লাগলো তাঁর মানস-চক্ষুর সম্মুখে। সেই মূর্ত্তি যেন তাঁকে সকাতরে আহ্বান করছে!

মায়ের অনুনয় উপেক্ষা ক'রে উদ্‌ভ্রান্ত তুলসীদাস শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তুলসীর চির-অনুগত বন্ধু দুঃখী, উপেক্ষিতা মাতার মুখে শুনলেন, দাদা তাঁর "আর ফিরবো না" বলে বাড়ী হ'তে চলে গিয়েছেন! বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে,—দুঃখী তাঁর উপকারী বন্ধু, জ্যেষ্ঠ তুল্য তুলসীদাসের অন্বেষণে চল্লেন!

শ্রান্ত-সিক্ত তুলসীদাস শ্বশুর বাড়ী পৌঁছে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রলেন। স্বামীর উন্মাদের আচরণে মর্ম্মাহত রত্নাবলী বল্লেন, "এই অনুরাগ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অর্পণ ক'রলে তোমার জীবন স্বার্থক হবে।"

তুলসীদাসের আত্ম-জ্ঞান জন্মাল! এমনি সময় অন্তরীক্ষে প্রকৃতি গেয়ে উঠল "ওরে সবই মায়া, কেবা মাতা তব কেবা গো জায়া? সবই মায়া!"

তীব্র বৈরাগ্যে তুলসীদাস সংসার ছেড়ে চল্লেন অসীমের পথে। এইবার রত্নাবলী তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন—স্বামীকে ফেরাবার জন্যে আকুল হয়ে অনুনয় ক'রলেন কিন্তু তুলসীদাসের তখন নব-জীবনের সূচনা। অরূপ রূপের উন্মাদনা তাকে টান্‌চে, আর কি তিনি আলেয়ার মোহে মুগ্ধ হন..... পতি-বিরহ-বিধুরা সেইখানেই লুটিয়ে পড়লেন!

রত্নাবলীর জ্ঞান যখন ফিরে এল, স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে তিনি যাত্রা ক'রলেন অজানা পথে। শ্বাপদ-সঙ্কুল বন পথে পথ-হারা—দস্যু হস্তে নিগৃহীতা—রত্নাবলীকে উদ্ধার ক'রলেন দুঃখী। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তার স্বামীর বাড়ী রাজাপুরে।

স্নেহময়ী জননী, পুত্রবধূর কাছে পুত্রের সংসার ত্যাগের কথা শুনলেন.....পুত্রহারা মাতার তপ্ত অশ্রু-ধারায় ধরণী সিক্ত হ'ল ...কিছুদিন পরে মাতা অন্ধ হ'লেন।

গুরু-গৃহে দীক্ষা প্রাপ্ত তুলসীদাস গুরুর আদেশে ইষ্ট দর্শন আশায় বৃন্দাবনে চল্‌লেন..... শ্রীরামসীতা চণ্ডাল-চণ্ডালিনী বেশে তার অনুগমন করলেন।

তুলসীদাসের অন্তর্নিহিত মায়া আবার তাকে আশার প্রলোভনে মোহিত ক'রতে চেষ্টা ক'রল। মুহূর্ত্তের জন্য পরক্ষণেই জেগে উঠল....."আশার ছলনে ভুলনা তুলসী, মায়া-মরীচিকা ভুলাবে পথ," বিবেক জানালে—"যায় সে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নারী।" সাধক দৃঢ়চিত্তে তার গন্তব্য পথে অগ্রসর হলেন।

মাতা স্বপ্ন দেখলেন, পুত্র তার কাশীধামে গিয়েছেন পুত্রবধূ, দুঃখী ও দুঃখীর মামী মণিয়া দেবীকে নিয়া তিনি কাশীর পথে যাত্রা করলেন—পথে যাকেই দেখেন আকুল আগ্রহে তুলসীর কথা জিজ্ঞেস করেন—কিন্তু তাদের উত্তরে, স্নেহময়ী জননীর অন্তর মথিত ক'রে বেরিয়ে আসে বুক-ফাঁটা নিরাশার দীর্ঘশ্বাস!

তারপর স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার চিরন্তন দ্বন্দ্ব চূর্ণ ক'রে, বৃন্দাবন ধামে সাধকের পরোক্ষ দর্শন। তুলসীদাস মর্ম্মাহত হয়ে বলে উঠলেন, "দেব এমনি পরোক্ষেই দর্শন দেবে, আমার কি প্রত্যক্ষ দর্শন হবে না?" ঠিক সেই সময়ে দৈববাণীতে সাধকের প্রতি আদেশ হলো কাশীধামে মায়ের বুকে ফিরে গিয়ে সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচরণ।

কাশীধামে স্নেহময়ী জননী যখন তাঁর নয়নের মণী ফিরে পেলেন—তখন তিনি ওপারের যাত্রী। তুলসীদাস আকুলস্বরে মা-মা বলে ডাকতে লাগলেন—প্রকৃতি গেয়ে উঠল—"মিছেই তুমি বদ্ধ মায়ায় ভিজাও মাটী নয়ন জলে।" শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট স্বরে তুলসীর করুণা-ময়ী মায়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—সীতারাম সীতারাম।

তুলসীদাসের গান

— এক —

ভজন

রামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন
হরণ ভব ভয় দারুণম্
নব কঞ্জ লোচন কঞ্জ মুখকর
কঞ্জ পদ কঞ্জারুণম্॥
কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি নব
নীল নীরদ সুন্দরম্
পটপিত মানহু তড়িত রুচিশুচি
নৌমি জনকসুতাবরম্।
ভজ দীনবন্ধু দীনেশ দানব
দৈত্যবংশ নিকন্দনম্।
রঘুনন্দ আনন্দকন্দ কোশল
চন্দ দশরথ নন্দনম্।
ইতি বদতি তুলসীদাস শঙ্কর
শেষ মুনি মন রঞ্জনম্
মম হৃদয়-কুঞ্জ নিবাস কুরু
কামাদি জলদল গঞ্জনম্।

—প্রফুল্ল মিত্র (এঃ)
(হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোং)

— দুই —

রত্নার গান

নাম ললিত লীলা ললিত
ললিত রূপ রঘুনাথ।
ললিত বসন ললিত ভূষণ
ললিতানুজ শিশুসাথ।
সুনীল কোমল উজল বিমল
সরযু সলিলে শোভিছে কমল॥
নেহার নয়ন জুরত জীবন
শত্রু শমন জানকী নাথ।

—রাণীবালা

— তিন —

প্রকৃতির গান

মিছে সুখে দুখে কেন হাস কাঁদ
করম কর জীব ধরম জানে,
বাজায় বাঁশরী দিবস সর্ব্বরী
বিবেক রূপী তোমার প্রাণে
নিয়তি বাঁধন কাটিতে যদি চাও
অসত্যে তেজিয়া সত্য পথে ধাও
জানিনা কামনা বাসনা বাঁধনে
ভাগ্যচক্র সদা বিপথে টানে।

—রাজলক্ষ্মী

— চার —

রত্নার গান

শুধুই পরশ চাওয়া
সুরের রেশে আজকে প্রিয়
পরাণ আমায় ছাওয়া॥
চাঁদের হাসি জাগাল আজ
নয়ন কোণে হরষ লাজ
মিলন হিয়ার ফুল বীথিতে
মধুকরের গাওয়া॥

—রাণীবালা

— পাঁচ —

প্রকৃতির গান

মায়া সবই মায়া শুধু ছায়া নাহি কায়া
এযে মায়া সবই মায়া।
ডোর ছিঁড়ে ফেলে আয় আয় আয়
পিয়াসী ধরণী ডাকিছে তোমায়
মিছে ভুলে আছ মায়ার ছলায়
কেবা মাতা তব কেবা গো জায়া॥

—রাজলক্ষ্মী

—ছয়—

প্রকৃতির গান

পথহারা আজ পথিক কাঁদে
কোথায় আলো কোথায় আলো
বিষাদ-মলিন ধরার বুকে
শুধুই গভীর আঁধার কালো
বাদল ধারা উঠল মাতি
বিশ্বে কি আজ প্রলয় রাতি
নিঠুর খেলা শেষ করে দাও
উজল হাসির আলো জ্বালো॥

—রাজলক্ষ্মী

—সাত—

তুলসীর গান

অসীম সুনীল গগন হইতে
বাঁশরী বাজায়ে ডাকিছ কে?
ব্যাকুল চরণ পরশে যাঁহার
ধন্য ধরণী তুমি কি সে?
গোপন রেখেছ প্রিয় আপনায়
নিজের রচিত মায়ার ধাঁধায়
টেনে নাও মোরে চরণ প্রান্তে
মোহের এ কারা ভাঙিয়া রে।

—জহর গাঙ্গুলী

— আট —

তুলসীর গান

যাঁহা কাম, তাঁহা রাম নেহী
যাঁহা রাম তাঁহা কাম।
দোনো এক নেহী মিলে ভাই
রবি রজনী এক ঠাম॥
রাম রাম সব কো কহে
ঠগ্ ঠাকুর ক্যা চোর
বিনা প্রেমসে রিঝৎ নেহী
তুলসী নন্দ-কিশোর।

—জহর গাঙ্গুলী

— নয় —

মায়া ও আশার গান

নাচিল হিয়া আজি নাচিল হিয়া
মন কুসুমে রঙ ধরেছে
সেই রঙে সই রাঙাব পিয়া॥
ফাল্গুন এলো মলয় সনে,
লতায় পাতায় অশোক বনে,
মাতিল ধরা জাগর গানে
মন হারিকা যৌবন নিয়া॥

—সাবিত্রী ও মুকুল

— দশ —

চণ্ডাল ও চণ্ডালিনীর দ্বৈত গান

চণ্ডাল—কিসের তরে এ ভবে আসা
যাসনে ভুলে অবোধ মন।
চণ্ডালিনী—রাঘব রামচন্দ্র বিনা
কে আছে তোমার আপন জন॥
চণ্ডাল—আশার ছলনে ভুলনা তুলসী
মায়া মরীচিকা ভুলাবে পথ।
চণ্ডালিনী—সীতাপতি শুধু সত্য জগতে
সে রাঙা চরণ মুক্তি রথ॥

—সলিল বসু ও শিশুবালা

— এগার —

কীর্ত্তন

গোকুলবিহারী গোপী-মনহারী
মধুরবংশীধারী কালা
মধু-পূর্ণিমাতে রাধিকার সাথে
খেলেছি ঝুলন খেলা
চমকি ঝুলে (ধীরে ধীরে দোলে)
ঝমকি ঝুলে
(রাই-কানু দুজনে মিলে হাসিয়া দোলে)
সখি যত জনা দোলায় দোলনা
নাগরী-নাগরী ঘিরে
কঙ্কণ কিঙ্কিণী রিণি ঝিনি ঝিনি
বাজিয়া ওঠে যে বারে বারে॥
বাজিয়া ওঠে কঙ্কণ কিঙ্কিণী
দোঁহার অঙ্গের মাণিক রতন
বাজিয়া ওঠে।
শ্যামের বাঁশরী তার সাথে সখি
রাধা রাধা বলে বাজিয়া ওঠে
কণ্ঠে বাহু দিয়া দোঁহারে জড়ায়ে
দুজনে মধুর হাসে
যুগল-মিলনে দাসের পরাণে
আনন্দ-লহরী ভাসে
(আনন্দে ভাসে)
(দাসের পরাণে আজি আনন্দে ভাসে)
(যমুনার লহরীর মতন আনন্দে ভাসে)
(জয় রাধে শ্রীরাধে বলে আনন্দে ভাসে)
(হেসে হেসে নেচে দুলে আনন্দে ভাসে)

—হরিমতী (ঢাকা)

— বার —

প্রকৃতির গান

এস চলে প্রিয় আপন ঘরে
অমিয় সাগর উছলি চলেছে
পিয়াসা মিটিবে ছেড়না ডোরে
মায়ারই ঘোরে ভাবিয়ে আপন
বিরহ বেদনে ভাসিছে নয়ন!
মিছেই যাতনা কেন গো বল না
শরণ লহ না রাম রঘুবরে।

—রাজলক্ষ্মী

— তের —

চণ্ডালের গান

সবকি ঘরমে হরি হের ভাই
পহছান্ ত নাহি জোহি
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ
নাহি জানত ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই।

—সলিল বসু

— চৌদ্দ —

চণ্ডালিনীর গান

ওরে অবোধ ওরে পাগল
ভেঙ্গে ফেল ঐ ভুলের আগল
নাম প্রেমের সুধা ঢেলে
(ও তুই) জ্ঞানের আলো দেনা জেলে
পারি রে তুই মহানন্দে
ছিঁড়ে যাবে মোহ-শিকল।
—শিশুবালা

— পনের —

চণ্ডালিনীর গান

সব বন তুলসী ভেয়ো
সব পাহাড় শাল-গেরাম
সব পানি গঙ্গা ভেয়ো
সব ঘটমে বিরাজ রাম।
—শিশুবালা

— ষোল —

তুলসীর গান

জাত পাত গণিয়ে যাঁহা
হোঁ যার বরণ বিচার।
তুলসী কহে হরি ভজন বিনে
চারি জাত চামার॥
—জহর গাঙ্গুলী

— সতের —

তুলসীর গান

চূড়া বংশীধারী বঙ্কিম মূরতি
চাহি না দেখিতে হে রঘুবীর
দাও দাও দেখা গুহকের সখা
উছলিয়া এস অন্তর বাহির
দরশন মাগি আকুল তুলসী
বক্ষদলন এস শ্যামশশী—
শর-শরাসন লহ না গো শ্রীকরে
নহিলে কেমনে নোয়াব শির।
—জহর গাঙ্গুলী

— আঠার —

প্রকৃতির গান

মাটির কায়া স্বপন ছায়া
টানছে মায়া অসীম বলে।
বাঁধন হারা মুক্ত ধারা
ভাঙ্গবে কারা আসবে দলে॥
…রাজলক্ষ্মী

… উনিষ …

প্রকৃতির গান

পারের আলো ডাকছে তোমায়
আয়রে পথিক আয় চলে আয়
মিছেই তুমি বদ্ধ মায়ায়
ভিজাও মাটি নয়ন জলে।
…রাজলক্ষ্মী

অন্যান্য চিত্রাবলী

কালী ফিল্মস্

সাবিত্রী
বিল্বমঙ্গল
ঋণমুক্তি বা নরমেধ যজ্ঞ
তরুণী ও মণিকাঞ্চন (১ম)
পাতাল পুরী
বিরহ
বিদ্যাসুন্দর ও মণিকাঞ্চন (২য়)
প্রফুল্ল
কাল পরিণয়
অন্নপূর্ণার মন্দির ও ভোট-ভণ্ডুল
দস্তুরমত টকী (Talkie of Talkies)

চন্দ্র ফিল্ম কোং

পরপারে

পপুলার পিকচার্স

মন্ত্রশক্তি
আবর্ত্তন ও হ্যাপি ক্লাব
পণ্ডিতমশাই

পায়োনীয়র ফিল্মস্

মা
দেবদাসী
তরুবালা

ডি, জি, টকীজ

দ্বীপান্তর ও শ্যামসুন্দর

ফার্ষ্ট ন্যাশানাল্ পিক্চার্স

সরলা

কোয়ালিটী পিক্চার্স

ব্যথার দান ও জোয়ার ভাঁটা

আসিতেছে

কালী ফিল্মস্

পরভৃতিকা **হারানিধি** **মুক্তিস্নান**

— চিত্র পরিবেশক —

রীতেন এণ্ড কোং

৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন :—কলিকাতা ১১৩৯ টেলিগ্রাম :—FILMASERV.

বান্ধব প্রেস, ১৮নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।